2085 সাল। মহাকাশে মানুষের বসতি স্থাপনের কাজ একে একে যখন গড়ে উঠছিল, তখন অন্য নক্ষত্র-বাসীরা মাঝে মাঝে আক্রমণ করত ওদের। পৈশাচিক! আচমকা সেই আক্রমণ ঠেকাতে হিমসিম খেতে হত পৃথিবীবাসীদের। তাই, প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করতে মহাকাশে শুরু হল সামরিক দুর্গ তৈরীর কাজ।

চিত্রকথা
সুধীন্দ্র সরকার

চিত্রার্পন
আয়প ল্যাডলম

দুর্গের কাজ তদারকি করতে করতে প্রোফেসর ডি-সিলভা দেখলেন, গোলাকার কী একটা বস্তু মহাকাশ থেকে ওঁর দিকে ছুটে আসছে।
বুদবুদ ? নাকি কোন মারণাস্ত্র ?
একী ? বুদবুদটা হেলমেটের মধ্যে ঢুকছে।
মাথা ঘুরছে কেন ? আর দাঁড়াতে পারছি না। আঃ
জ্ঞান হারালেন প্রোফেসর ডি-সিলভা
২

টহলদারী ক্যাপসুল দেখতে পেল মহাকাশ জুড়ে অসংখ্য মহাজাগতিক বুদবুদ ওদের দিকে ধেয়ে আসছে। ওরা খবর পাঠাল মেজর ভিক্টর হার্ভের কাছে।
মেজর! অসংখ্য বুদবুদ ক্যাপসুলের দিকে ছুটে আসছে। কি করব আমরা?

ক্যাপসুলের মুখ অন্যদিকে ঘোরাও

অনেক দেরী হয়ে গেছে তখন⋯
কম্প্যুটারের মেমারি সার্কিট কোন কাজ করছে না।
৩

হা! ঈশ্বর!

ক্যাপসুলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

এখনি বোধহয় আছড়ে পড়বে!

৪

ক্যাপস্যুলের ভেতরে মেজর ভিক্টর…
অক্সিজেন মাস্ক পরিয়েও কোন কাজ হচ্ছেনা কেন ?
ভিক্টর, প্রোফেসর ডি সিলভাকে নিয়ে এসেছি।

…কিছু বলতে চাইছেন প্রোফেসর ?
ব্রেনড্রেন!

অসুস্থ প্রোফেসর সমেত অন্যদেরও নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্য।
প্রোফেসর ডি-সিলভার মত সবারই স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে।
পৈশাচিক কাণ্ড।
প্রোফেসর ডি-সিলভা ছিলেন সামরিক ঘাটির প্রধান মস্তিষ্ক, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ যারা করেছে…
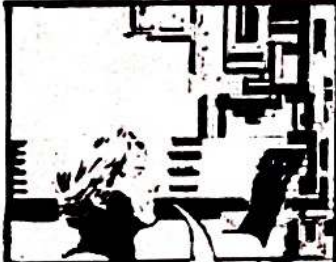
তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। বুদবুদগুলোকে ধ্বংস করতে চাই হাই পাওয়ারের লেসার বীম।
লেসার বীমের উত্তাপে বাষ্পে পরিণত করতে হবে বুদবুদগুলোকে।
মহাকাশ বিমানে চাপলেন মেজর ভিক্টর
FI-SCI
স্মৃতি ধ্বংসকারীদের আগে পাকড়াতে হবে, তারপর অন্য কাজ।
কম্প্যুটার নির্দেশিত পথে ছুটে যাচ্ছিল মহাকাশ বিমান
স্মৃতিশক্তি লোপ যারা করতে পারে তারা নিশ্চয়ই উচ্চমানের জীব। জানিনা কোন নক্ষত্রলোকে তাদের আস্তানা।
FI-SCI
৭

শিগ্গিরী পালাও। নইলে ক্যাপস্যুল আমাদেরই ঘাড়ে এসে পড়বে।
সৌভাগ্যবশতঃ মহাকাশে ভাসমান ধাতু জালে আটকে গেল সাপ্লাই সাটল ক্যাপস্যুল।
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ভেতরের লোকদের উদ্ধার করতে হবে।
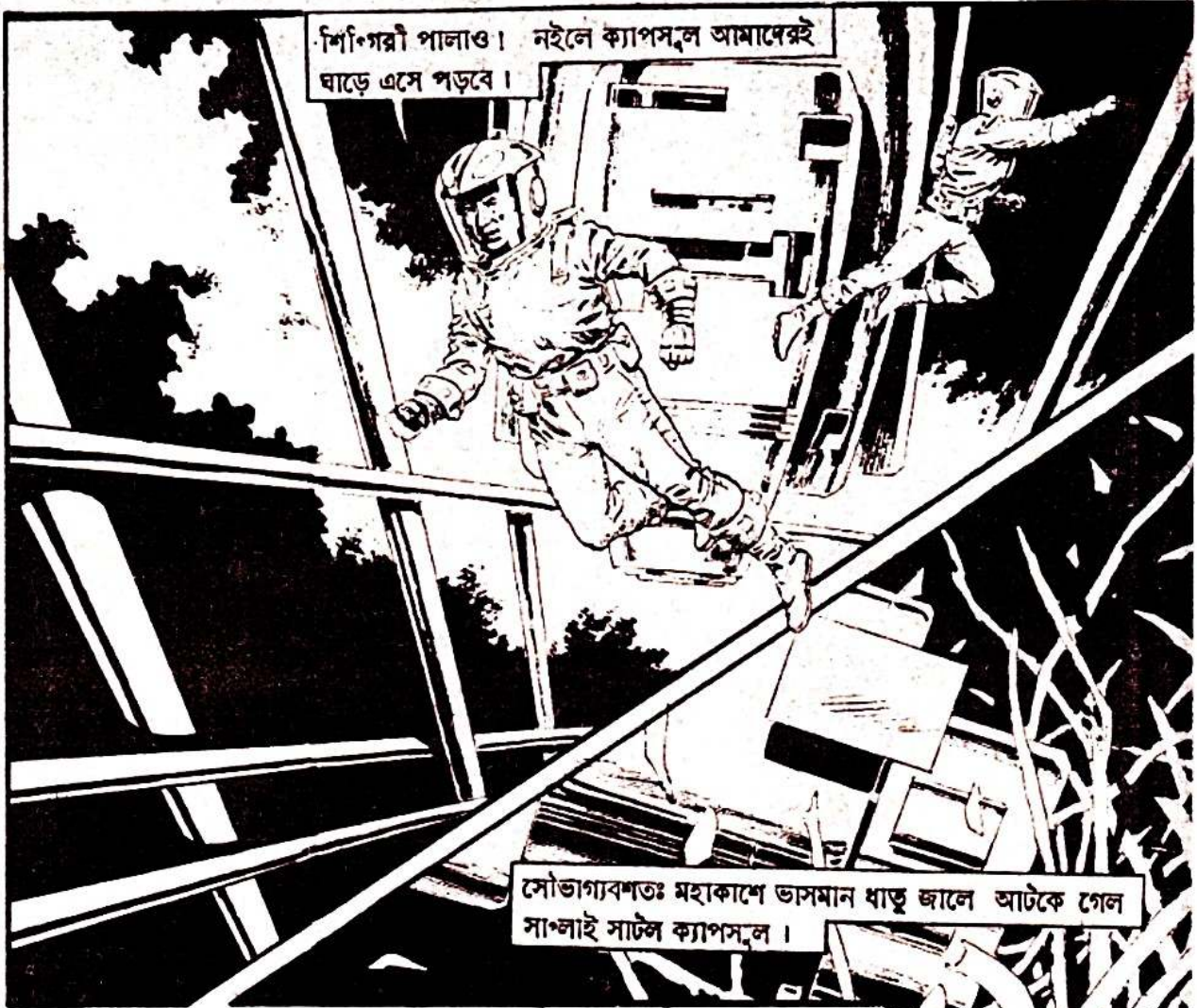
ওঃ!আবার সেই বুদবুদ রাশি
মহাকাশ বিমানকে ঘিরে ফেলছে—
FI·5EL

হঠাৎ বিস্ময়কর পরিবর্তন এল মেজর ভিক্টরের…
সময়ের পেছনে চলে যাচ্ছি নাকি ?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে ফিরে গেল তার শিশুকালে।
এত ছোট হয়ে গেলাম কী করে? হাতে পায়ে জোর পাচ্ছিনা। তবে কী একটু পরেই সদ্যজাত শিশুতে পরিণত হব? এখনি লেসার বীম ছুঁড়তে হবে।
৮

কখনও খুব ছোট, কখনও যুবক আবার কখনও অতিবৃদ্ধতে পাল্টে যাচ্ছিল মেজর ভিক্টর।

উফ। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।
মহাকাশ বিমান পেঁছিল অচেনা একটা নক্ষত্রের কাছাকাছি
কী নাম হতে পারে নক্ষত্রটার ?
কম্প্যুটার এই নক্ষত্রতেই নামতে বলছে।
ব্যাঙের ছাতার মত ওটা কী ?
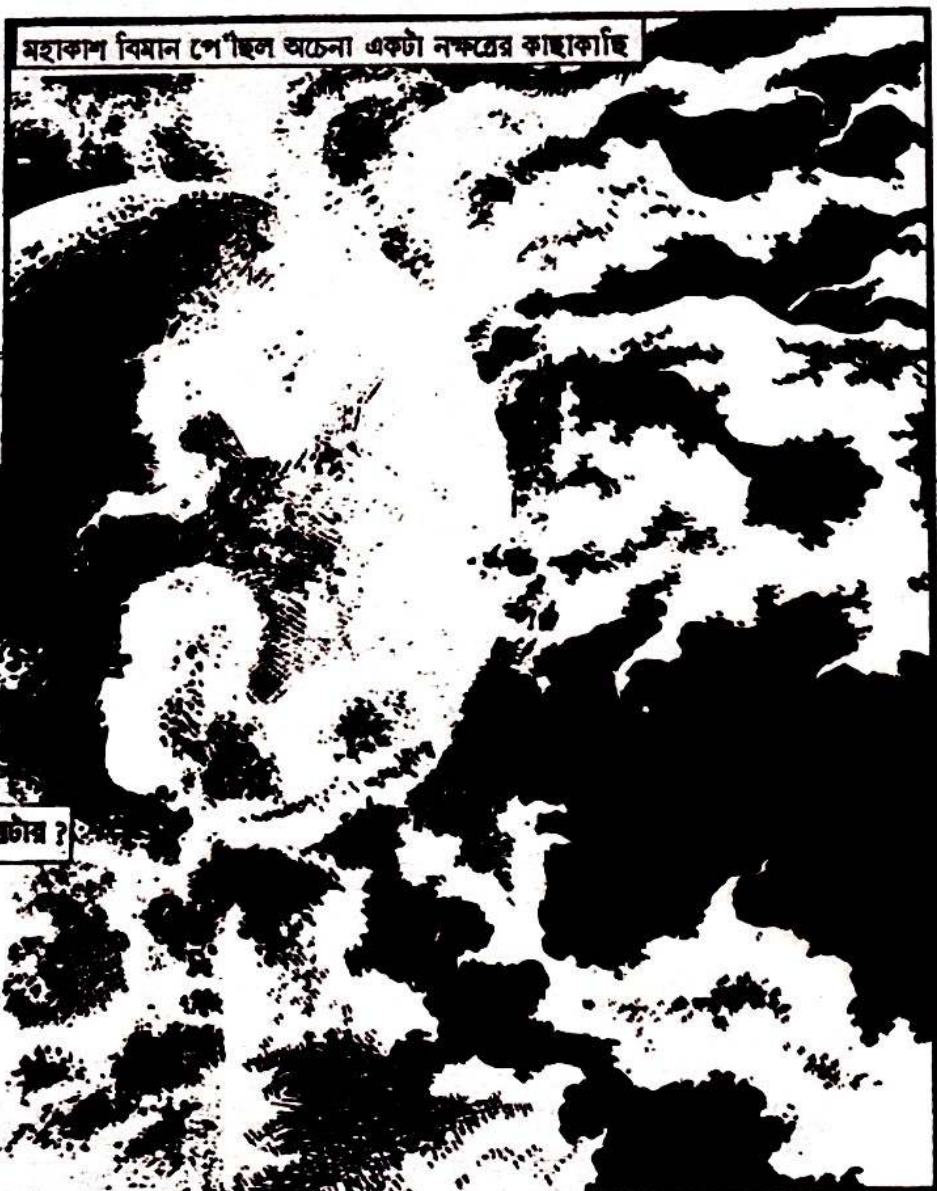
ততক্ষণে শত্রুর আক্রমণে মেজর ভিক্টরের মহাকাশ বিমানে আগুন ধরে গেছে

এখনি না নামলে সমূহ বিপদ
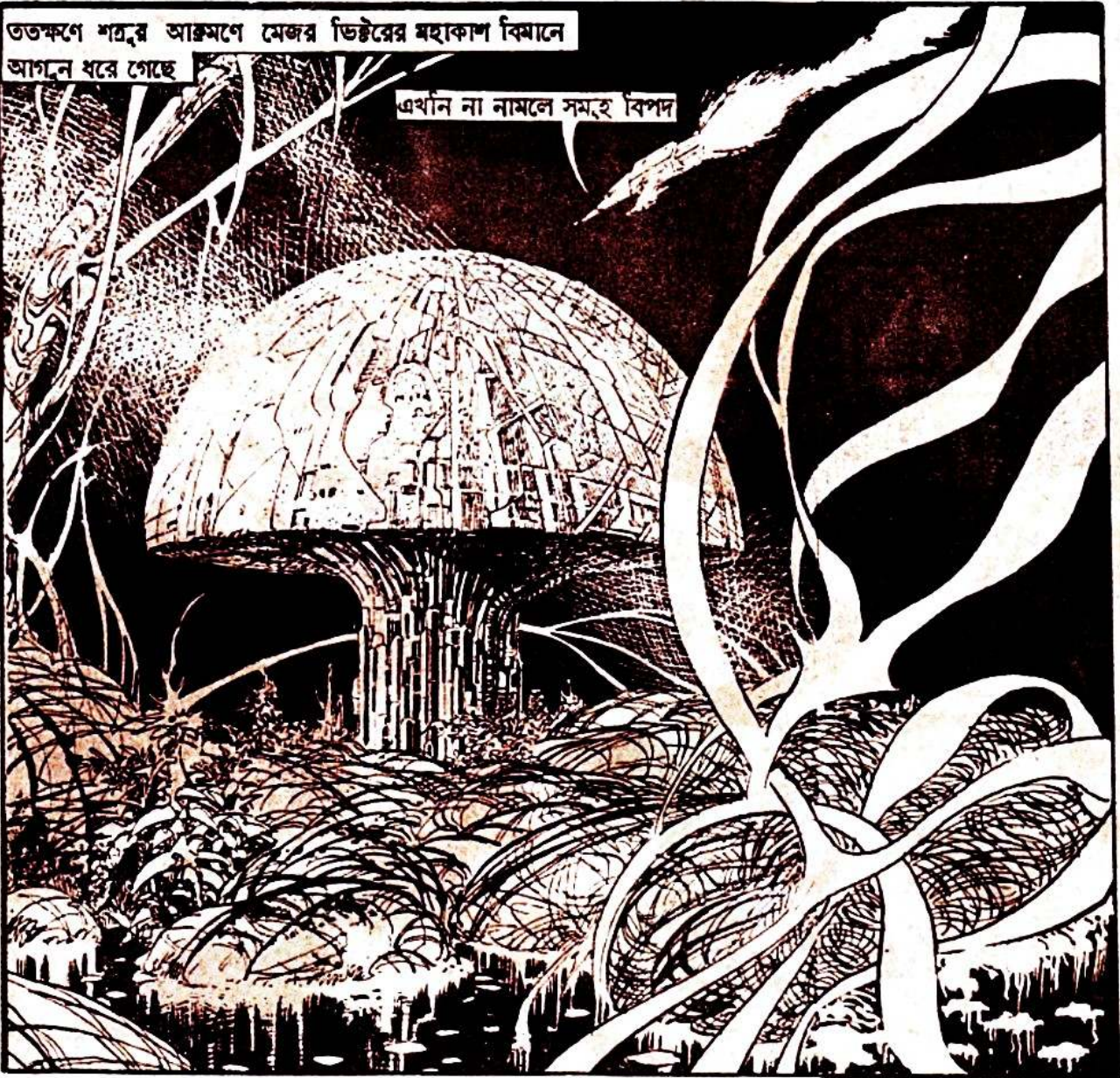
শত্রুপক্ষের শহরটাই ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে।
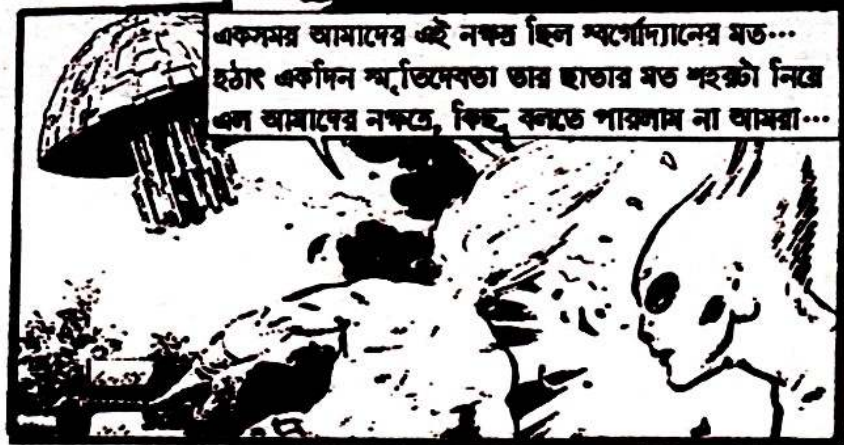
শহরের বাইরেই নামতে হবে আমাকে।

অন্ততঃপক্ষে মহাকাশ বিমানকে ওই জঙ্গলে লুকিয়ে…

কিছুদিন এই জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে বিমানটাকে সারাতে হবে। তারপর খুঁজতে হবে শত্রুকে।
ওঃ। কে তোমরা ?
তাড়াতাড়ি কর। ভিনদেশীকে খুঁজতে আসছে।

...রাখতেই হবে। আমার গতিবিধি সহজে জানতে দেবনা।

মহাকাশ বিমানের পেছন দিকটা খুব ক্ষতি হয়েছে। জানিনা এই অচেনা নক্ষত্র থেকে ফিরতে পারব কিনা?
কী জল রে বাবা!

চুপ চাপ থাক। আমরা তোমার বন্ধু।
তোমার বন্ধুত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু, গলাটা ছাড়। দম আটকে আসছে।

শহর থেকে সৈন্য এসেছে তোমাকে খুঁজতে, এখানটায় কিছুদিন লুকিয়ে থাক।

তোমাদের প্রাগৈতিহাসিক মানুষ ভেবে ভুল করেছিলাম।
পেরিসকোপে চোখ রাখল মেজর ভিক্টর

না এই খেলনাগাড়িতে মূল্যবান কিছু নেই।
খুঁজে কোন লাভ নেই বন্ধু। শহরে ফিরে চল।
যাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচালে, তারা কারা?
আমাদেরই ভাই, কিন্তু বর্তমানে ওরা স্মৃতিদেবতার দাস।
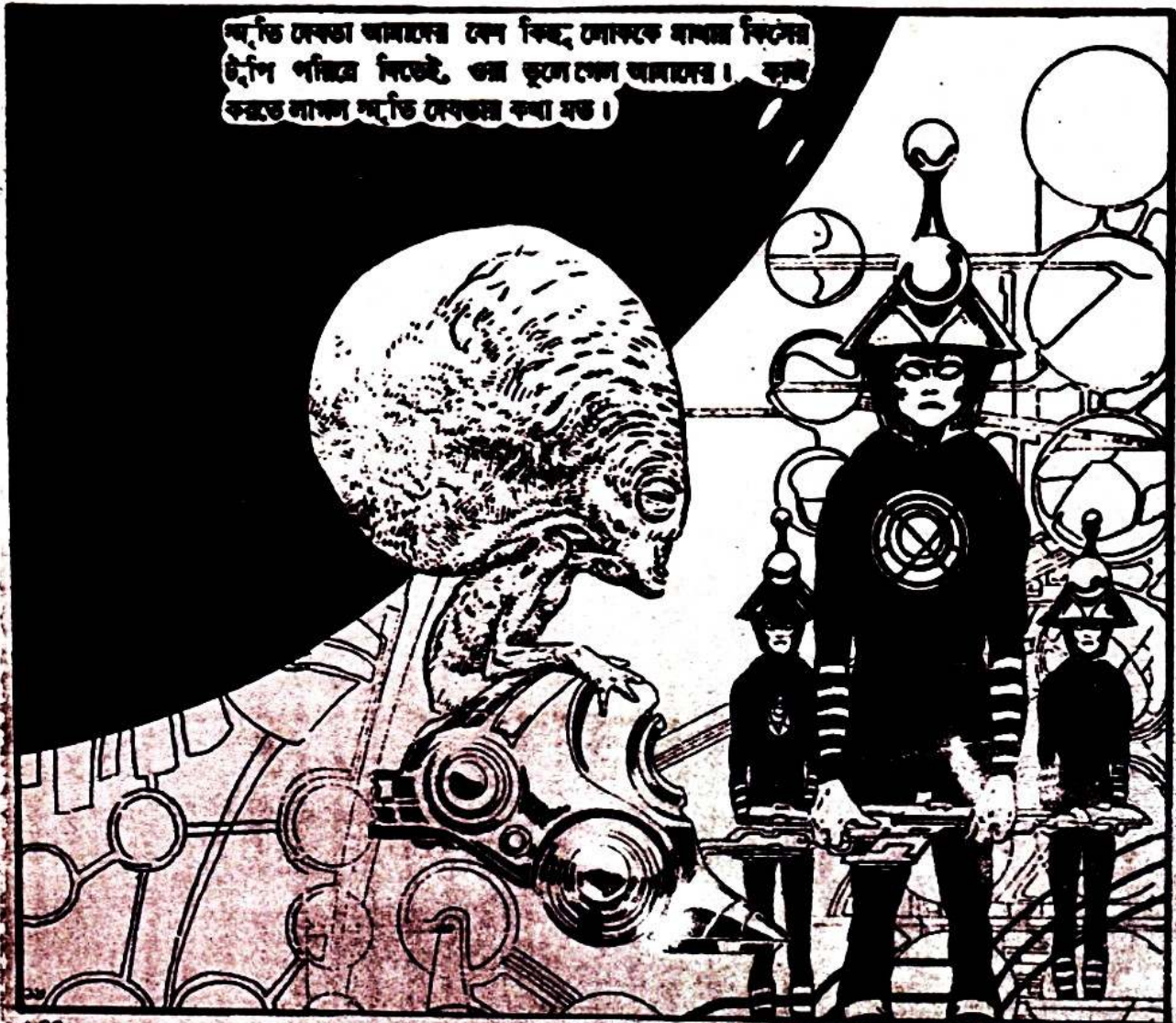
স্মৃতি দেবতা আমাদের বেশ কিছু লোককে মাথায় কিসের টুপি পরিয়ে দিচ্ছে, ওরা ভুলে গেল আমাদের। কাজ করতে লাগল স্মৃতি দেবতার কথা মত।

আমাদেরই লোকদের সাহায্যে আমাদের খনিজদ্রব্য মাটি থেকে তুলে নিল

আমাদের নক্ষত্রের মূল্যবান সামগ্রী সব চুরি করল বটে, কিন্তু আমরা কয়েকজন ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে লাগলাম।

তোমাদের যুদ্ধ আমারও যুদ্ধ। কারণ স্মৃতি দেবতা আমাদের লোকদেরও স্মৃতি নষ্ট করে দিয়েছে।

আমার মহাকাশ বিমানে এমন কয়েকটা জিনিস লুকোনো আছে। যার সাহায্যে স্মৃতি দেবতাকে আঘাত করতে পারবই।

আমি স্মৃতি দেবতার নিশ্ছিদ্র শহরে ঢুকতে চাই, রাস্তাটা পাব কী করে?

তোমরা সব কিছু জান।
তোমাদের সাহায্য ছাড়া স্মৃতি দেবতাকে ধ্বংস করা যাবেনা।
ধন্যবাদ ভিনদেশী
১৮

এই নল দ্বারা শহরে জল সরবরাহ করা হয়। এর ভেতরে বিস্ফোরণ করাতে পারলে —
পথ হয়ত মিলতে পারে।
ঠিক। এই নলের ভেতর দিয়েই টর্পেডো ছুঁড়ব

টর্পেডো আঘাত করবে স্মৃতি শহরের প্রবেশ পথে।

আশাকরি ঠিক জায়গায় টর্পেডো বসিয়েছি।

দারুণ কাজ করেছে
ব্রুম!

বিস্ফোরণের শব্দ শুনতেই উড়ে এল স্মৃতি দেবতার সৈন্যরা।

ধন্যবাদ বন্ধু!
চল এবারে স্মৃতি শহরে ঢোকা যাক।

সাবধান! সামনে শত্রু!
২০

দাঁড়াও ! ওদেরকে মেরে কী হবে ?
ওরাতো আমাদেরই ভাই ।

কিন্তু স্মৃতি দেবতার কাছে পৌঁছনর
পথে, এরাই তো আমাদের বাধা ।

বন্দী কর বিদেশীকে !

দঃখিত ! এছাড়া আর অন্য পথ ছিল না ?

মেজর ভিক্টর হেলমেট থেকে স্মৃতিদেবতার সঙ্গে যোগাযোগের ফিউজটা কেটে মাথায় পরল
টুপি পরেও আমরা
স্মৃতিদেবতার আদেশের বাইরে !
স্মৃতিদেবতার আস্তানা কতদূরে ?

এটা কী শহর ? না, মহাকাশযান ?

মনে হয়, ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি ।
এই বৃত্তাকার পথের শেষেই হয়ত লক্ষ্য বস্তু
মিলতে পারে ?

এদিকে স্মৃতিদেবতার সামনে তখন
আঃ! জীবন্ত মস্তিষ্ক! নিজেই হেঁটে আসছে!

অ্যাকশন!
রোবো-
অ্যাকশন!
জল্লাদ বন্দী কর বিদেশীকে!

২৪

কোথায় যেতে পারে বিদেশী ?
পেয়েছি, শহরের শক্তি ঘরে।
রোবোর দল আদেশ পাওয়া মাত্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল

দলপতি রোবো মেজর ভিক্টরকে ধরতে যেতেই, ভিক্টর রোবোর পেটের কাছে একটা নব ঘুরিয়ে দিল। মুহূর্তে রোবো ভিক্টরের আজ্ঞাবহ হয়ে গেল।
উপস্থিত বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে তাহলে। রোবো স্মৃতিদেবতার ঘরে নিয়ে চল।
২৫

রোবো ভিক্টরকে স্মৃতিদেবতার গুপ্তকক্ষে হাজির করল
কি বিভৎস চেহারা ? মাথার ভার নিয়ে অতটুকু শরীরে কাজ করে কী করে ?
অতটুকু মানুষই তো হাজার হাজার লোকের স্মৃতি চুরি করে রেখেছে।

একী, রোবোরা কোন কথা শুনছে না কেন ? ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। যা বলছি করছে উল্টো। আমার যন্ত্র আমাকেই মারবে নাকি ?
দলপতি রোবো, সঙ্গীদের থামাও।
রোবোরা বে না। রা এখন
আমার আজ্ঞাবহ।
সব সর্ট-সার্কিট করে দাও দলপতি

সট সার্কিট করে দিতেই ব্যাঙের ছাতারূপী স্মৃতিশহর বিস্ফোরণে স্থানচ্যুত হল।

এখনি এখান থেকে পালাতে হবে বন্ধু। তার আগে তোমার ভাইদের আদেশ কর এখান থেকে বেরিয়ে যেতে।

দুম!

রোবোর দল চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়। আমি স্মৃতিদেবতাকে শিক্ষা দিচ্ছি
ভিক্টর স্মৃতিদেবতাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল। ওদিকে রোবোরা—
স্মৃতি দেবতা তোমার খেলা শেষ।
হুর রে। ব্লাস্ট গান।
থাম! আমার গোটা শহরটাই শেষ করে ফেললি।
ট্যা·ট্যা·ট্যা·ট্যা···

নইলে, সকলেই মারা পড়বে। এখন আর
তোমরা স্মৃতিদেবতার দাস নও।

ভিক্টরের কথা মত অচেনা নক্ষত্রের অধিবাসী বলল
তোমাদের মাথার টুপি এখন
আর কোন কাজ করবেনা।
কোন ভয় নেই।

এখন তোমরা স্বাধীন

এদিকে স্মৃতি শহরের মধ্যে বেপরোয়া গুলি চালাতে লাগল ভিক্টর
শয়তানের দল আর তোদের নিস্তার নেই।
ট্যা...ট্যা...ট্যাট্।

আমাদের সব কিছু শেষ হতে চলেছে
মহাশূন্যে ওলটপালট খেতে লাগল স্মৃতিশহর।
সোঁ...ওঁ...ওঁ...

এদিকে মেজর ভিক্টরের দেরী দেখে মহাকাশ দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু জেট বেরিয়ে পড়ল
ঐতো সেই স্মৃতি চোরের শহর। মহাশূন্যে ওলট-পালোট খাচ্ছে। ভিক্টর নিশ্চয়ই আঘাত হেনেছে।

সর্বাঙ্গে প্রোটেক্শন শীল্ড লাগিয়ে মেজর ভিক্টর স্মৃতিশহর থেকে ঝাঁপ দিল। রেসকিউ জেট ছুটে এল ওকে উদ্ধার করতে
ওইতো মেজর ? চল ওকে উদ্ধার করি।

এদিকে মহাশূন্যে তখন স্মৃতিশহরকে লক্ষ্য করে তুমুল আক্রমণ শুরু হয়েছে
ফায়ার

টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল স্মৃতিশহর কিন্তু স্মৃতি চোর তখন অন্য কথা ভাবছে।
ব্রম..ম..ম...
তাড়াতাড়ি শঙ্কুযানে চড়ে পালাতে হবে দূরের কোন নক্ষত্রলোকে।
৩১

স্মৃতিশহর ধ্বংস হল বটে, কিন্তু অচেনা নক্ষত্রলোকের স্মৃতিদেবতা বা স্মৃতি চোর, পৃথিবীবাসীর নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বাঁচল অসীম মহাকাশের আরো গভীরে।

৩২